দৈনিক ইত্তেফাক

13

তারিখ 18 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সেই শিক্ষক আজ কোথায়?

মাহমুদ জামাল

মানুষের জীবনে শিক্ষার কতটা প্রয়োজন তা আর ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। কিন্তু শিক্ষার যে প্রয়োজন তা অবশ্যই সুশিক্ষা-কোন গতানুগতিক বা দায়সারা গোছের শিক্ষা যে জাতীয় উন্নতি অগ্রগতির পরিবর্তে একে উল্টো পথেই নিয়ে চলে তাতে আর সন্দেহ কি ? আমাদের দেশে আজ বিরাজমান নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পিছনে শিক্ষার ভূমিকা কম নয়। পবিত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলামে তাই শিক্ষাকে মানুষ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পিয়ারা নবী(সঃ) এর ভাষায়, শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে-শিক্ষা ছাড়া মানুষ মানুষ নামের অযোগ্য হয়ে পড়ে-এ জন্য শিক্ষাকে তিনি ফরজ ঘোষণা করেছেন। শিক্ষক-শিক্ষায়তন-পাঠ্যসূচী ইত্যাদি বিষয়গুলো শিক্ষার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে ভালো শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব যে কতটা তা সিকান্দার যুলকারনাইনের ভাষায় বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি বলেন, To my father I owe my life but to Aristotol I owe how to live werthly, সুতরাং, আদর্শ মানুষ গড়তে হলে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষকের । কারণ শিক্ষকই তো মানুষ গড়ার কারিগর।

আমার বেশ মনে পড়ে-১৯৭৪ সালের কথা-৮ম শ্রেণীতে পড়ি- গড়াই নদী পাড়ের ঐতিহ্যবাহী এম,এন, স্কুলের শীতের দিনে ক্লাসে বসা বেশ কষ্টকর হতো। তাই শিক্ষক বিদায় নিতেই রোদ পোহাতাম বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সেদিনও যথারীতি রোদে দাঁড়িয়ে ছিলাম। শিক্ষক এসেছেন শুনে দৌড়ে ক্লাসে ঢুকলাম। খলিল স্যারের চোখের দিকে তাকানোর সাহস হতো না। যার যার আসনে বসলাম আমরা চারজন। তিনি একে একে আমাদের বাইরে যাবার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। প্রথম তিনজন নানা অজুহাত দেখালেন-কেউ বাথরুমে, কেউ অপরের আহবানে বাইরে গেছে বলে জানালো। তিনি তাদের শাস্তি দিলেন। আমি শীত লাগছিল বলে রোদে গিয়েছিলাম-বলতেই তিনি আমায় বসতে বললেন। পরে তিনি যা বললেন তাতে এই দাঁড়ালো যে মিথ্যে বলায় তাদের শাস্তি পেতে হলো। আর সত্য কথা বলেছি বলে আমি ক্ষমা পেলাম। এই ঘটনা ক্লাসে উপস্থিত আর কারো জীবনে রেখাপাত করেছিল কি-না জানা নাই -তবে আমার জীবনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তা বলাই বাহুল্য। তখনকার সেই শিক্ষকগণ শুধু পাঠ্য বই পড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীকে পাস করানোর জন্যই ব্যস্ত থাকতেন না বরং তাদের পুরোপরি মানুষ বানাবার জন্য পরিপূর্ণ শিক্ষাদানের চেষ্টা করতেন- সেটিই এ ঘটনা থেকে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়। সেই শিক্ষকগণ যেমন শিক্ষা দিয়েছেন-তেমন নিজের জীবনকে পরিশুদ্ধ রাখতে সচেষ্ট থেকেছেন। আগের দিনের কোন শিক্ষক কখনোও বাজার ঘাটে আড্ডা, ছাত্রের সামনে ধূমপান, বা অন্যকোন দৃষ্টিকটু কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়েছেন বলে দেখা যায়নি। তাই যেমন ছাত্রের কাছে তার ইজ্জত ছিল সবার উপরে, ছাত্ররাও তাদের আদেশ-নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে কার্পণ্য করেনি। দীর্ঘদিন পরেও আজ তাই মনের মণিকোঠায় জ্বল জ্বল করে উঠে সেই খলিলুজ্জামান, সুতাষ ঘোষ, অনুকূল চন্দ্র, আব্দুল মোতালেব স্যারদের মতো আদর্শ শিক্ষকদের কথা। এমন শিক্ষকের ছাত্র হতে পেরে গর্বিত মনে হয় নিজেকে।

কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেল সেসব দিন ? শিক্ষকদের যে শাসন, ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ চিন্তামগ্নতা, ব্যক্তিগত নিষ্কলুষ নিরঅহংকার -এক পবিত্র সে মানুষগুলে তো আজ শিক্ষাঙ্গেন থেকে নির্বাসিত। স্নিগ্ধতার বালাই তো সেখানে নেই আছে অস্পৃশ্যতা। ভালবাসার শাসন কই-আসলে তো তা প্রবঞ্চনা –শঠতা। ভালো রেজাল্টের জন্য প্রশ্ন সম্পর্কে আগাম ধারণা, এমনকি নকলের মতো পাপ কাজে সহযোগিতা কি কখনও কারো জন্যই শোভনীয় হতে পারে? আর তিনি যদি হন মানুষ গড়ার কারিগর তাহলে ? পথে -ঘাটে আজ শিক্ষক আর ছাত্রকে আলাদা করাই কষ্ট। যত্র-তত্র চলাফেরা-আড্ডাবাজীসহ কোন কাজেই ছাত্র-ছাত্রীদের গোচর - অগোচর জ্ঞান করেন -এমন শিক্ষকের এ সমাজে আজ সত্যিই বড় অভাব। তাই লেখাপড়ার মান যেখানে যাওয়ার যাচ্ছে সেখানেই।

শিক্ষকদের যে শাসন, ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ চিন্তামগ্নতা, ব্যক্তিগত নিষ্কলুষ নিরঅহংকার -এক পবিত্র সে মানুষগুলে তো আজ শিক্ষাঙ্গেন থেকে নির্বাসিত। স্নিগ্ধতার বালাই তো সেখানে নেই আছে অস্পৃশ্যতা। ভালবাসার শাসন কই-আসলে তো তা প্রবঞ্চনা –শঠতা। ভালো রেজাল্টের জন্য প্রশ্ন সম্পর্কে আগাম ধারণা, এমনকি নকলের মতো পাপ কাজে সহযোগিতা কি কখনও কারো জন্যই শোভনীয় হতে পারে? আর তিনি যদি হন মানুষ গড়ার কারিগর তাহলে ? পথে -ঘাটে আজ শিক্ষক আর ছাত্রকে আলাদা করাই কষ্ট।

শিক্ষকদের মধ্যে এখন বাণিজ্যিক মনোভাব জাগ্রত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। বিশেষ করে প্রাইভেট পড়ানোর প্রবণতা বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের মধ্যে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এ কাজটি তেমন অন্যায় নয় বটে তবে অনেক অন্যায়ের উৎস একথা ঠিক। যে ছাত্রটি প্রাইভেট পড়ে তার প্রতি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সুনজর থাকে। আগের দিনে বিশেষ করে বিজ্ঞানের শিক্ষকগণ ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাইভেটে পড়ায় আকৃষ্ট করতে সক্ষম হতেন। নিজের সে ছাত্র-ছাত্রীটিকে অতিরিক্ত নম্বর দিয়ে ভাল রেজাল্টে সহায়তা করতে অনেক শিক্ষককেই দেখা যায়। ইদানীং এ প্রবণতা অন্যান্য ফ্যাকাল্টির ক্ষেত্রে কার্যকর হতে শুরু করেছে। আজকাল সাধারণ ইতিহাস বা পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষকের কাছেও প্রাইভেট ছাত্রের ভীড় দেখা যাচ্ছে। আর অংক এবং ইংরেজীর এমন কোন শিক্ষক পাওয়া দুষ্কর যারা মাসে মাসে হাজার টাকা এভাবে কামাই এ বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রাইভেট পড়ার বিনিময়ে সাজেশন-পরীক্ষার হলে একটু-আধটু বলে-কয়ে দেয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের আগাম আগমন বার্তা পৌছে দেয়া ছাড়াও সরাসরি নকল সরবরাহের কাজে পর্যন্ত সহযোগিতা করতে কোন কোন শিক্ষক কার্পণ্য করেন না।

ছাত্রদের গায়ে হাত দেয়া নাকি ভারি অন্যায়। আমরা মানুষ হয়েছি কি-না জানি না, তবে এমন নিয়ম আগে চালু থাকলে আমরা এ পর্যায়ে পৌছাতে পারতাম কি-না বলা মুশকিল। আমাদের সময়ে শিক্ষকগণ ২/৩ টি করে বেত হাতে নিয়ে ক্লাসে ঢুকতেন একথা বেশ মনে আছে। এবং এ বেতগুলি আর অক্ষত অবস্থায় ফেরত যেত না। ছাত্রদের পিঠেই তা ভাংগা হত। পড়া না পারলে তো বটেই -পান থেকে চুন খসলেই পেতে হতো চরম শাস্তি যার দৃষ্টান্ত আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অভিভাবকদের কখনও ছাত্র-ছাত্রীদের শাসনের ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি বরং তারা শিক্ষকদের আরও উৎসাহিত করতেন। ইদানীং স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের শাসনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষক-অভিভাবক পর্যায়ে রেষারেষি থেকে শুরু করে খুন-খারাবি পর্যন্ত ঘটে যেতে দেখা যায়। ফলে শিক্ষকগণ যেমন আর জীবন আর মান-ইজ্জতের ঝুঁকি নিয়ে ছাত্রকে তেমন শাসন করতে পারেন না। এখন তথাকথিত অভিভাবকদের আস্কারায় ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষককে অমান্যই শুধু নয় অসম্মান করতে পিছপা হয় না-আর আঁতে ঘা লাগলে লাঞ্ছিত এমনকি শিক্ষকের গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করে না তারা।

আজকালকার প্রায় একশ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই নাকি পরীক্ষায় নকল করে বলে শোনা যায়। নকল প্রবণতা যে আগে ছিল না একথা ঠিক নয়-তবে তখনকার নকলের হার ছিল খুবই নগণ্য। শিক্ষকদের কড়া শাসন-পরীক্ষার হলে চারিদিকে ইনভেজিলেটরদের শকুনি দৃষ্টি যেন নকলের খোঁজে ত্রস্ত হয়ে উঠত। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবরা নিয়মমাফিক পরিদর্শন করতেন। আজকের দিনের মত হাজার হাজার বহিষ্কারের ঘটনা তখন কল্পনার অতীত ছিল। তবে নকল ধরা পড়লে কোন তদ্বিরও চলতো না-সাথে সাথে এক্সপেন্ড । এমনকি শিক্ষক নিজে পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীকে এক্সপেন্ড করেছেন এমন ঘটনাও বিরল ছিল না। বহিষ্কৃত ছাত্র-ছাত্রীর আহাজারি দেখে মনে হত যেন তার কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটেছে। কেউ কেউ অপমানে লুকিয়ে বেড়াতো। নকল করা যে গর্হিত কাজ এ সম্পর্কে ধারণা তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু আজ আর তা নেই। নকল যেন ছাত্র সমাজের এখন অধিকারে পরিণত হয়েছে। আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, অভিভাবক সকলেই ছাত্রদের নকলে সাহায্য-সহযোগিতা-উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। পুস্তক ব্যবসায়ীরা একধাপ এগিয়ে ছাত্রদের নকলে সহায়তার জন্য ছোট নকল বই টেকনিক গাইড'স সরবরাহ করে কৃতার্থ হচ্ছেন। অন্য সকলের পরীক্ষার হলে পাহারায় নিয়োজিত পুলিশ এমনকি স্বয়ং শিক্ষক ও ছাত্রের কাছে নকল পৌছে দিচ্ছেন। স্কুল-কলেজের সাথে অন্য কোন দিকে মিল না থাকালেও এক্ষেত্রে মাদ্রাসার ছাত্ররাও যেন বেশ সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের পাতা ছিঁড়ে নকলের মতো চৌর্যবৃত্তি সম্পাদনপূর্বক যত্রতত্র ফেলে দিতে তাদের বুকটা একটুও কেঁপে উঠে না। নৈতিক মূল্যবোধের আর কত অবক্ষয় ঘটবে এদেশে -আর কত অধঃপতন দেখতে হবে এ সমাজে ?

ছাত্রদের এহেন অধঃপতনের জন্য যে শুধু তারাই বা শিক্ষকরাই দায়ী একথা আমরা বলি না। কিন্তু তারপরও কথা থাকে- একজন ছাত্রের উপর শিক্ষকের এখনও যতটুকু প্রভাব রয়েছে অন্য কারো সাথে তার তুলনা চলে না। বিশেষ করে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রতি ছাত্ররা কিছুটা হলেও শ্রদ্ধা রাখে। তারা যদি হন নিখুঁত চরিত্রের-কথা-বার্তায়-চলা-ফেরায় যে এক পরিশুদ্ধ বাণিজ্যিক মনোভাব পরিত্যাগ করে হয়ে উঠেন প্রকৃতই এক আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর তাহলে কি সুন্দর হয় না ? ছাত্ররা যারা আগামীদিনের নাগরিক তাদেরকে যদি সুন্দর চরিত্রের মাধুর্যে উদ্ভাসিত করে তোলা যায় তাহলে এদেশের আর অভাব থাকে কিসে ? শিক্ষকদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে একথা মানতে দোষ নেই-কিন্তু অতিরিক্ত সুবিধা (যে ন্যায় বা অন্যায় হোক) দিয়ে প্রাইভেট ব্যবসা বা স্কুল-মাদ্রাসার রেজাল্ট ভালো করার প্রতিযোগিতায় নেমে পরীক্ষার হলে ছাত্রদের অনৈতিক কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করলে জাতি আর কার উপর ভরসা রাখবে ? আগামী সুকুমার সকালের জন্য সুশীল দেশ নির্মাণের জন্য সুশীল মানুষ গড়ার জন্য আজ তাই সেই শিক্ষকের বড় প্রয়োজন। ❑